ইউজিসির হিট প্রকল্পের গবেষণা ফান্ড পাচ্ছে না জবি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

ফাইল ছবি

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) হিট প্রকল্পের গবেষণা ফান্ড থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে (জবি) বঞ্চিত করার অভিযোগ উঠেছে। এ প্রকল্পের ফান্ড পাওয়া প্রতিষ্ঠানের তালিকায় নাম নেই বিশ্ববিদ্যালয়টির। প্রকল্পের গবেষণা ফান্ডের জন্য প্রায় ৬০০ কোটির মধ্যে জবিকে গবেষণা প্রকল্পে বরাদ্দ দেওয়া হয়নি এক টাকাও।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ইউজিসি বাস্তবায়নাধীন হিট প্রকল্পে বাংলাদেশ সরকারের অর্থের পাশাপাশি বিশ্বব্যাংক ঋণ সহায়তা দিচ্ছে।

পাঁচ বছর মেয়াদি এ প্রকল্পের কাজ ২০২৩ সালের জুলাই মাসে শুরু হয়। প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে চার হাজার ১৬ কোটি ৫৭ লাখ টাকা। মোট ব্যয়ের মধ্যে দুই হাজার ৩৩ কোটি ৪৬ লাখ

টাকা বাংলাদেশ সরকার এবং এক হাজার ৯৮৩ কোটি ১১ লাখ টাকা বিশ্বব্যাংক বহন করবে।

সূত্র জানায়, এই প্রকল্পের অন্যতম কম্পোনেন্ট শিক্ষকদের গবেষণা প্রকল্প।

প্রায় ৩০০ প্রকল্পে ৬০০ কোটির বেশি টাকা ছাড়ের অপেক্ষা করা হচ্ছে। বর্তমানে গবেষণা প্রকল্পের প্রস্তাব মূল্যায়ন করছেন রিভিউয়াররা।

এদিকে, অভিযোগ উঠেছে রিভিউয়ারদের (যেখানে ৯০ শতাংশ নম্বর বরাদ্দ) রিভিউ শেষে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুটি গবেষণা প্রকল্প নির্বাচিত হয় এবং প্রকল্পের টেকনিক্যাল ও আর্থিক বিষয় উপস্থাপনের জন্য তালিকাভুক্ত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে একটি ১০ মিনিটের উপস্থাপনা নিয়ে কোনো কিছু জানতে না চেয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি গবেষণা প্রকল্প বাদ দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আযম খান বলেন, হিট প্রকল্পে অনেকগুলো ক্যাটাগরিতে জমা দেওয়া যায়। কেউ ল্যাব ফ্যাসিলিটিস, কেউ গবেষণা কিংবা ডিপার্টমেন্টের উন্নয়নের জন্য প্রায় ১০-১৫টি শিরোনামে প্রস্তাব জমা দিতে হয়। ইউজিসি থেকে রিভিউয়ারের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। আমাদের বিভাগের এটা কেন বাদ গেছে তা জানি না।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম বলেন, জবি গবেষণা প্রকল্পের তালিকায় কেন নেই, সেটা

ইউজিসি ভালো বলতে পারবে।

এ বিশ্ববিদ্যালয় তালিকাভুক্ত না হওয়ার বিষয়ে আমাদের কিছু জানানো হয়নি।

ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান বলেন, হিট প্রকল্পে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম আছে কি-না, আমি জানি না। এটা একটা লম্বা প্রক্রিয়া। ব্লাইন্ড রিভিউয়ারের মাধ্যমে রিভিউ করা হয়েছে এবং পরে এটা একটি প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়েছে। জগন্নাথ যে ক্যাটাগরিতে ছিল সেটা 'এ' ক্যাটাগরি এবং অনেক বেশি প্রতিযোগিতামূলক। প্রতিযোগিতায় অনেক বিশ্ববিদ্যদলয়ের ভালো ভালো বিভাগ বাদ পড়েছে।